প্রতিবেদন ৯০

পোশাক শিল্পে সাম্প্রতিক অস্থিরতা: সমাধান কোন পথে?

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, রোড ১১
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০ ২) ৯১৪৫০৯০, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩
ফ্যাক্স: (৮৮০ ২) ৮১৩০৯৫১
E-mail: cpd@bdonline.com
Website: www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৭
স্বত্ব © সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

মূল্য টাকা ৩০.০০

ISSN 1818-1570 (Print)
ISSN 1818-1597 (Online)

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিডি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হল একটি জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে সিপিডি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সংলাপ আয়োজনসহ বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে আসছে।

সিপিডি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে নিয়মিত সংলাপ পরিচালনা করে থাকে যার মাধ্যমে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে মুক্ত আলোচনার স্বপক্ষে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সিপিডি সবসময় সচেষ্ট। এসব সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিপিডি বাংলাদেশের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর দেশের জনগণের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সিপিডি সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও পেশাজীবী জনগণ, ব্যবসায়ী মহল, জনপ্রতিনিধি, নীতিনির্ধারকবৃন্দ, সরকারি আমলা, উন্নয়ন-অংশীদারসহ বিশেষজ্ঞগণ, তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের নেতৃবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল গ্রুপসমূহকে নিয়ে নিয়মিত নীতি-সংলাপ আয়োজন করে থাকে। সিপিডি'র লক্ষ্য হল এ ধরনের সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সব নীতিমালার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেগুলোর পক্ষে ব্যাপক জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলা। বিগত সময়ে এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সিপিডি একটি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ও সুশীল সমাজের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সংলাপ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যগত ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সিপিডি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। এ গবেষণাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা (আই.আর.বি.ডি.) অন্যতম। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চলমান গবেষণা কর্মসমূহের মধ্যে আছে বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউ.টি.ও) - এর প্রভাব পরিবীক্ষণ, দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিনিয়োগ ও উদ্যোগের প্রসার, সুশাসন ও উন্নয়ন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি। এসব গবেষণা সিপিডি'র সংলাপ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধতর করছে। সিপিডি'র অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে নীতি ইস্যু ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে জনমত জরিপ পরিচালনা এবং নবীন/তরুণদের নেতৃত্বদান।

সিপিডি'র গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য সিপিডি'র একটি সক্রিয় প্রকাশনা কর্মসূচিও (বাংলা ও ইংরেজি) রয়েছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিপিডি নিয়মিতভাবে 'সিপিডি সংলাপ প্রতিবেদন সিরিজ' (CPD Dialogue Report Series) প্রকাশ করে থাকে।

বর্তমান প্রতিবেদনটি ***পোশাক শিল্পে সাম্প্রতিক অস্থিরতা: সমাধান কোন পথে?*** শীর্ষক সংলাপের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। সংলাপটি ৭ জুন ২০০৬ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন: *জনাব জাকির হোসেন*, প্রতিবেদক, দৈনিক যুগান্তর
সহকারী সম্পাদক: *আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ*, প্রধান, ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগ
সিরিজ সম্পাদক: *অধ্যাপক রেহমান সোবহান*, চেয়ারম্যান, সিপিডি

সংলাপ প্রতিবেদন

পোশাক শিল্পে সাম্প্রতিক অস্থিরতা: সমাধান কোন পথে?

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) ২০০৬ সালের ৭ জুন ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে 'পোশাক শিল্পে সাম্প্রতিক অস্থিরতা সমাধান কোন পথে?' শীর্ষক এক সংলাপের আয়োজন করে। সংলাপে বাণিজ্য মন্ত্রী *মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ* প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী *আমান উল্লাহ আমান* এবং আওয়ামী লীগের শিল্প বিষয়ক সম্পাদক সাংসদ *লেঃ কর্ণেল (অবঃ) ফারুক খান*। বিএনপি'র সাংসদ *রেদোয়ান আহমেদ*, আওয়ামী লীগের সাংসদ *শাহজাহান খান* এবং পোশাক শিল্প মালিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিরা সংলাপে অংশ নেন। সংলাপে সভাপতিত্ব করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সিপিডি-র ট্রাস্টি বোর্ডের ট্রাস্টি *সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী*।

তৈরি পোশাক শিল্প খাতে বিরাজমান অশান্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করার জন্য সিপিডি এই সংলাপের আয়োজন করে। সিপিডি-র নির্বাহী পরিচালক *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য* সবাইকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন।

সূচনা বক্তব্য

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সংলাপ আয়োজনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। চট্টগ্রামে একটি কারখানায় আগুনে পুড়ে শ্রমিকদের মৃত্যুর পরে সিপিডি আয়োজিত কয়েক মাস আগের একটি সংলাপের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 'পরবর্তী ঘটনাবলী যেভাবে এগিয়েছে তাতে সবাই একমত হবেন যে, অবহেলা ও যথোপযুক্ত নজরদারির অভাবেই সমস্যা অনেক দূর গড়িয়েছে।'

ড. ভট্টাচার্য বলেন, শ্রমিকদের অসন্তোষকে কেউ কেউ বলেছেন, এটা তাদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের প্রকাশ। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, উস্কানিমূলকভাবে তাদের এ রকম একটি পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। তবে বিভিন্ন কারখানায় আক্রমণ, সম্পত্তির ক্ষতি, লুট কিংবা আগুন দেয়ার মতো ধ্বংসাত্মক ঘটনাকে সিপিডি নিন্দা জানায়। একই সাথে এই আন্দোলন করতে গিয়ে অনেককেই নিগৃহীত হতে হয়েছে, অনেকে মারা গেছেন। সিপিডি এসব ঘটনাগুলোরও নিন্দা জানায়।

ড. ভট্টাচার্য এই সংলাপকে 'সামাজিক সংলাপ' আখ্যা দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের শিল্পখাত-বস্ত্রখাত শুধু মালিকদের নয়, শুধু শ্রমিকের নয়, শুধু ব্যক্তির নয় এবং শুধু সরকারেরও নয়–এটা বাংলাদেশের সমস্ত নাগরিকের। এ খাতের ভবিষ্যত বিকাশ এবং সম্ভাবনাকে আঁকড়ে ধরেই বাংলাদেশে শিল্প বিপ্লব ঘটেছে। তাই এ খাত নিয়ে যে উদ্বেগ এবং একই সাথে যে উৎসাহ তা শুধু শ্রমিক বা মালিকের একার নয়, নাগরিক হিসেবে সকলের। সে কারণেই এ খাত নিয়ে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে তা জাতীয় ভাবে নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। তিনি পোশাক খাতের অস্থিরতা দুর করতে বাস্তব সম্মত ও তথ্যগতভাবে এবং যুক্তিসংগতভাবে একটি সমাধানের পথ খোঁজার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সরকার ইতোমধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ব্যাপারে কথা বলেছেন

এবং মজুরি কমিটি গঠনের ব্যাপারেও কথা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার ভিত্তিতে বর্তমান সরকারের মেয়াদকালেই একটি সিদ্ধান্ত জাতির সামনে আসতে হবে। বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে এই সিদ্ধান্ত না হলে বহু দিনের জন্য সমস্যাটা আবার ঝুলে থাকার আশংকা রয়েছে। পুরো সিদ্ধান্ত নিতে হলে শুধুমাত্র আবেগ বা শুধুমাত্র দোষারোপের ভিত্তিতে করা যাবেনা। সিদ্ধান্তে আসতে হলে জ্ঞান এবং তথ্য উপাত্তের দরকার হবে। আর সর্বনিম্ন মজুরি স্থির করতে হলে তার ভিত্তি কি হবে তা একটি বড় বিতর্ক বা আলোচনার বিষয় হতে পারে।

ন্যূনতম মজুরি সম্পর্কে তিনি বলেন, ৯৪ সালে যে সর্বনিম্ন মজুরি স্থির হয়েছে তাকে মূল্যসূচক দিয়ে আস্তে আস্তে ঠিক করে আজকে ২০০৬-এ নিয়ে আসা যেতে পারে। অন্যান্য শিল্পখাতে বা সরকারি পে কমিশনের মাধ্যমে একটি ন্যূনতম জীবন রক্ষা করার জন্য যে ক্যালরি প্রয়োজন এবং তা কেনার জন্য যতখানি মজুরি দরকার সেটার কথাও হতে পারে। বিভিন্ন কারখানার মালিকের বিভিন্ন রকম মজুরি দেয়ার ক্ষমতা আছে, কারখানার ক্ষমতা অনুযায়ী সেগুলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে। একথাও এসেছে যে, টাকায় এটা নির্ধারণ না করে ডলারে নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে ডলারের মজুরি নির্ধারণের বিষয়টি খুব বাস্তব সম্মত নয় বলে তিনি মনে করেন।

ড. *ভট্টাচার্য* বলেন, মজুরির বাইরের কিছু বিষয়ে মালিকদের নজর দেয়া উচিত। অর্থাৎ নিয়োগপত্রের কথা, মাতৃত্বকালীন ছুটির কথা, কোন শ্রমিককে চাকরি থেকে বের করে দেয়া হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় বকেয়া মজুরি বা আইনগতভাবে প্রাপ্য মজুরি দেয়া অথবা বোনাস দেয়া, ওভারটাইমকে সীমিত রাখা, সময়মত ছুটি দেওয়া ইত্যাদি। ওভারটাইমের ক্ষেত্রে কোন তসরুপ যেন না হয় সেটা দেখতে হবে।

তিনি বলেন, অনেকে মনে করেন এনজিওরা এ উষ্কানির সাথে জড়িত আছে। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া উচিত। সংজ্ঞানুযায়ী বাংলাদেশে যে সরকারের বাইরে আছে তাকেই এনজিও বোঝায়। এ অর্থে চেম্বার অব কমার্সও এনজিও। তাই ঢালাওভাবে এনজিওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়া ঠিক হবে না। পোশাক শিল্পের পরিস্থিতি যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়—এ আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি শ্রমিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও নেই। এটা চিন্তার বিষয়। শ্রমিক নেতারাও শ্রমিকদের যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন তাহলে মালিকপক্ষ কার সঙ্গে আস্থা নিয়ে কথা বলবেন তা একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

তিনি বিদেশী ক্রেতাদের মাঝে কোন ধরণের ভয়ভীতি সৃষ্টি না করার আহবান জানিয়ে বলেন, পোশাক শিল্পের সঙ্গে দেশের স্বার্থ জড়িত। ক্ষুদ্র স্বার্থে এত বড় ক্ষতি আমরা যেন না করি। ক্রেতাদের মাঝে আস্থাহীনতা যেন তৈরি না হয় এবং সে আস্থাহীনতা কোন কারণে যাতে আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর প্রভাব না ফেলে।

তিনি বিদেশী ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, স্যোসাল কমপ্লায়েন্স'র চাপটা শুধু মালিকপক্ষের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে কমপ্লায়েন্স'র চাপ তাদের নিজেদের ওপরও নেয়া উচিত। একটা আড়াই ডলার থেকে চার ডলারের জামা যখন ৪০ ডলারে বিক্রি হয় তখন আসল মধ্যসত্ত্বভোগী হলো আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা। ঐ আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থায় যে মূল্য আছে তার কিছু ভাগ শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

যারা উৎপাদন পর্যায়ে নৈতিকতার কথা বলেন তাদেরকে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেও নৈতিকতার কথা বলতে হবে। পন্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা সৃষ্টি করতে মালিক-শ্রমিক একযোগে কাজ করতে হবে। এ মুহূর্তে বিশ্ব তীব্র

প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফলে এ সময়ে সাবধান না হলে এ খাতকে ধ্বংস করতে কারো কোনো ষড়যন্ত্রের দরকার হবে না।

মুক্ত আলোচনা শুরু করার আগে সংলাপের সভাপতি *সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী* সংলাপে ব্যাক্তিগত আক্রমণ না করার জন্য এবং একই সঙ্গে ইস্যু ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজে বের করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, অতিসত্বর সমাধানে আসতে না পারলে দেশের জন্য বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। এমনিতে দেশের ভাবমূর্তি খুব কম। ইদানিং বেশ কয়েকটি কাগজে যেমন 'ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন' থেকে শুরু করে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' সব জায়গায় একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন বাংলাদেশী পণ্য বর্জন করতে বড় ধরণের প্রচারণা চালাচ্ছে। এ ধরণের প্রচারণা দেশের জন্য বিরাট ক্ষতি বয়ে আনবে। নিজেদের সমস্যা থেকে যদি দেশের এত বড় একটি ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে তা সহ্য করা যেকোন সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে যাবে উল্লেখ করে খুব ঠাণ্ডা মাথায় সমস্যার সমাধান কি তা চিহ্নিত করতে বক্তাদের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি মুক্ত আলোচনার জন্য সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের আহ্বান জানান ।

মুক্ত আলোচনা

শ্রমিকরা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত

সংলাপে শ্রমিক নেতারা দাবি করেন যে, তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদেরকে তাদের প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শুধু মজুরি নয়, অন্যান্য সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রেও মালিকরা দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের ঠকাচ্ছেন। মুক্ত আলোচনার শুরুতেই বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ও স্কপের আহবায়ক *ড. ওয়াজেদুল ইসলাম খান* পোশাক শিল্পের সাম্প্রতিক অস্থিরতার পেছনে শ্রমিকদের দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ কাজ করেছে দাবি করে জানান, শ্রমিকদের কথা বলার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। সংগঠন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। শ্রমিকদের নিয়োগপত্র নেই, নেই পরিচয়পত্র, সাপ্তাহিক ছুটি নেই এবং ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করানো হলে ওভারটাইম দেয়া হয় না। প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী মাতৃত্বকালীন ছুটি দেয়া হয় না। শ্রম আইন অনুযায়ী তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় না। তিনি পুঞ্জিভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শ্রমিকদের পূর্ণ অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে বলেন, শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার থাকলে আজকে প্রতিনিধিও সঠিকভাবে পাওয়া যেত, যার সাথে আলাপ করে সমাধানও পাওয়া যেত। ইপিজেডে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার সুযোগ নেই বলেই সেখানে এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে। তিনি শ্রমিকদের নেতা নির্ধারণ করার অধিকার এবং দরকষাকষি করার অধিকার নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ন্যূনতম মজুরি তিন মাসের মধ্যে ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, সাপ্তাহিক ছুটি, ওভারটাইম কিংবা মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং নিয়োগপত্র প্রদানসহ বড় বড় দাবিগুলো একমাস বা তার আগেই পূরণ করতে হবে। এখনই শ্রমিকদের শান্ত করতে হলে তাদেরকে দৃশ্যমান নগদ একটা কিছু দিতে হবে। অন্ততপক্ষে ৩০ ভাগ অন্ত বর্তীকালীন ভাতা দিলে শ্রমিকরা মনে করবে তারা কিছু একটা পেয়েছে।

মেশিনের সঙ্গে শ্রম যুক্ত হয়ে গার্মেন্টস শিল্পের বিনিয়োগ শূন্য থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকা হয়েছে উল্লেখ করে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি'র সভাপতিমন্ডলীর সদস্য *সহিদুল্লাহ চৌধুরী* বলেন, শ্রমিকরা বেশি মজুরি দাবি

করছে না। তিনি ১৯৬৯ সালের ন্যূনতম মজুরি ১২৫ টাকার ক্রয়ক্ষমতার সমমানের মজুরি দেয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে কোন আইনগত ভিত্তির উপর গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠেনি। এখানে '৬২ সালের কারখানা আইনের কোন ভিত্তি নাই। এখানে '৬২ সালের শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী আদেশের কোন ভিত্তি নাই। ১৯৩৬ সালের মজুরি কমিটিরও কোন ভিত্তি নাই। যার ফলে মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে মমত্ববোধ সৃষ্টি হয়নি। কেননা ১৬ বছর শ্রমিকরা দেখলেন যে, মালিকরা রিক্সার পরিবর্তে পাজেরো গাড়িতে চড়ছেন। যারা ভাড়া বাড়িতে ছিলেন, তারা সুন্দর সুন্দর বড় বড় বাড়ির মালিক হয়েছেন। তাদের সন্তানদের বিদেশে লেখাপড়া করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো মালিকদের যে পরিবর্তন আসলো তার সামান্যতম আঁচও শ্রমিকদের গায়ে লাগল না। শ্রমিকরা যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বস্তিতে ছিলো সেখানেই থাকলো। যেটুকু মজুরি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলো তাও কমে গেল। ফলে শ্রমিকদের কারখানার প্রতি দরদ ও মমত্ববোধ গড়ে উঠবে কি ভাবে - প্রশ্ন তোলেন তিনি।

কর্মজীবী নারীর চেয়ারপার্সন *শিরিন আক্তার* বলেন, 'এ দেশের পোশাক শিল্প কিভাবে গড়ে উঠেছে আজকের অনেক মালিকই তা জানেনা। একসময় এ শিল্পে চমৎকার ট্রেড ইউনিয়ন ছিল। মালিক- শ্রমিক সম্পর্কও ছিল চমৎকার'। তিনি শ্রম মন্ত্রীকে দ্রুত শ্রম আইন বাস্তবায়ন করতে অনুরোধ জানান। কারখানা আইনের কোথায় কোথায় গলদ আছে তা খুঁজে বের করার উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ন্যূনতম মজুরি দিতে যদি কোনো সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন হয় তাহলে বাজেটে তার জন্যে বরাদ্দ দেয়া হোক। যদি কোনো কারখানা বন্ধ হয়ে যায় তবে সে কারখানা রক্ষা করার জন্য বরাদ্দ দেয়া হোক। যে শ্রমিক চাকরি হারাবে তার জন্য একটা আপদকালীন তহবিল করা হোক।

জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি ও আওয়ামী লীগের সাংসদ *শাহজাহান খান* বলেন, সাম্প্রতিক শ্রমিক অসন্তোষে শুধু সরকারই নয়, গোটা জাতি উদ্বিগ্ন। একটা খাত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ৭৬ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত ধ্বংস হয়ে যাবে আর দেশের মানুষ চুপচাপ বসে থাকবে তা মনে করার কোনো কারণ নেই। পোশাক শিল্পে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ট্রেড ইউনিয়ন থাকা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

আইন ও শালিস কেন্দ্রের সাবেক পরিচালক *হামিদা হোসেন* বলেন, ত্রিপক্ষীয় চুক্তি বাস্তবায়নের সময়সীমা কত, ওয়েজ বোর্ড কবে হবে, ওয়েজ কমিশন কবে হবে, ছুটির ব্যাপারটা ঠিক কবে হবে–এ বিষয়গুলো খুব স্পষ্টভাবে বলা উচিত। অন্য সব সেক্টরের মতো গার্মেন্টসকে একসাথে দেখা ঠিক নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, গার্মেন্টস শিল্পে ওভেন, নিট, সোয়েটার ও টেরি টাওয়েল–এই ৪টি ভিন্ন ভিন্ন সেকশন আছে। এদের আলাদাভাবে দেখা দরকার। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ডাকসুর সাবেক ভিপি *আকতারুজ্জামান* আশংকা প্রকাশ করে বলেন, সাম্প্রতিক ঘটনা শুধু গার্মেন্টস শিল্পের সমস্যা নয় এটা আরো বিভিন্ন শিল্পে ছড়িয়ে পড়তে পারে। গার্মেন্টস মালিকদের সীমাবদ্ধতা এবং শ্রমিকদের দাবি–এই দুইয়ের বাইরে দেশ এবং সরকারের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি সমস্যা নিরসনে সরকারকে দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়ার আহবান জানান।

মালিকদের বক্তব্য মুনাফা কমেছে

মুক্ত আলোচনায় তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ'র বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দের অনেকেই এ খাতের সাম্প্রতিক অস্থিরতার পেছনে বড় ধরণের চক্রান্ত কাজ করেছে বলে মতামত

দেন। তারা মনে করেন, এ চক্রান্তে কিছু শ্রমিক ব্যবহৃত হয়েছে। তারা সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির বাস্তবায়নের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। তবে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রুগ্ন কারখানাগুলোর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করার অনুরোধ জানান। বিজিএমইএ'র সাবেক সভাপতি ও বিএনপি'র সাংসদ *রেদোয়ান আহমেদ* বলেন, গার্মেন্টস শিল্প কোন প্রাতিষ্ঠানিক খাত নয়। মালিকরা কাপড় এনে সেলাই করে রফতানি করে। এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। তিনি পোশাক রফতানিতে কাটিং এন্ড মেকিং (সিএম) চার্জ আগের চেয়ে কমেছে দাবি করে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবির পাশাপাশি মালিকদেরও যে লাভ কমে গেছে এ বিষয়টিও বিবেচনা করার দাবি জানান। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া জোর করে আদায় করার চেষ্টা করা হলে এ শিল্প কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

বিজিএমইএ'র সাবেক সভাপতি *কুতুব উদ্দিন* বলেন, যদি পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থাকে তাহলে ক্ষোভের কারণগুলো কি তা বের হয়ে আসবে। সত্যিকার ভাবে কারণ চিহ্নিত করা গেলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তিনি ক্রেতাদের নৈতিকতা সম্পর্কে বলেন, অনেক বড় ফ্যাক্টরি আছে, অনেক ছোট ফ্যাক্টরি আছে আবার মাঝারি ফ্যাক্টরি আছে। বড় ফ্যাক্টরিগুলো সুযোগ সুবিধা দিতে সক্ষম। ক্রেতারা যেমন চাপ দিচ্ছে তেমনি তাদের উপরও চাপ প্রয়োগ করা যায়। ওই চাপ শ্রমিক নেতারা দিতে পারেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, একটি ছোট ফ্যাক্টরি '৮৪ সালে একটি শার্ট তৈরি করে পেত ৮ ডলার। এখন সে একই কাজ করে পায় সাড়ে ৪ ডলার। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরির সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, ছোট ফ্যাক্টরিগুলোকে সহায়তা না করা হলে তারা উৎপাদনে যেতে পারবে না। 'মালিকরা শ্রমিকদের শুধু ঠকায়' এরকম ধারণা দুর করার উদ্যোগ নিতে তিনি বিজিএমইএকে অনুরোধ জানান।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৯শ' ৩০ টাকা কাগজে থাকলেও বাস্তব অবস্থা ভিন্ন উল্লেখ করে বিজিএমইএ সভাপতি *টিপু মুন্সী* বলেন, শ্রমিকরা বেতন নিয়ে দর কষাকষি করে। ৯৩০ টাকায় কাজে ঢোকার পর ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে তার বেতন বাড়ে। সাহায্যকারী থেকে অপারেটর হলে তার বেতন আরও বেড়ে যায়। অন্য কারখানায় বেশি বেতনে চলে যাবার প্রবণতাও রয়েছে। এরপর তিনি সমাধানের বিষয়ে বলেন, 'যেকোন অবস্থাতেই হোক, আমরা একটা চুক্তি করেছি। আমরা সবাই মিলে যেন সেটার দিকে লক্ষ্য করি।' সব কিছু আবেগ দিয়ে বিচার না করে চুক্তি অনুসারে কথা বলার জন্য তিনি শ্রমিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান।

বিকেএমইএ সভাপতি *ফজলুল হক* বলেন, মালিকদের মুনাফা ৫ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। মোট উৎপাদন ব্যয়ের ১০ শতাংশ মুজরি বাবদ ব্যয় হয়। যদি ১০ শতাংশ মজুরি বাড়ানো হয় তাহলে মালিকের মুনাফা ১ শতাংশ কমে ৪ শতাংশে নেমে আসবে। ৩০ শতাংশ আপদকালীন ভাতা দিলে মুনাফা চলে আসবে ২ শতাংশে। তিনি মালিকের বিনিয়োগের ঝুঁকির বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, 'একজন শ্রমিক নেতা খুব আক্ষেপ করে বলেছেন একদিন দেরি হলে একজন শ্রমিকের বেতন কাটা যায়। অন্যদিকে মালিকের একদিন শিপমেন্ট করতে দেরি হলে ৬০ লাখ টাকা জরিমানা হতে পারে, আবার ৫ কোটি টাকাও জরিমানা হতে পারে সে বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। তিনি অভিযোগ করেন যে, দাবি আদায়ের ব্যাপারে শ্রমিক সংগঠনগুলো যতটা সোচ্চার, শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানোর ব্যাপারে ততটা সোচ্চার নয়।

বিজিএমইএ পরিচালক ও পরবর্তী সভাপতি *এসএম ফজলুল হক* বলেন, শ্রীলঙ্কায় গণ্ডগোল হওয়ার প্রেক্ষিতে আমাদের দেশে খুব তড়িঘড়ি করে এ শিল্পটি গড়ে উঠেছে। গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। কোন শিল্পনীতি বা শিল্পের প্রেক্ষাপট বা শিল্প গড়ে ওঠার যে পরিবেশ সে পরিবেশে এই শিল্প লালিত হয়নি। ফলে অনেক কিছুই শ্রমিকদের দেয়া সম্ভব হয়নি। ব্যবস্থাপনায় যারা ছিলেন এমনকি শিল্পের যারা উদ্যোক্তা ছিলেন তারাও কিছু নিতে পারেনি। অন্যান্য শিল্প যেমন জুট মিল বা টেক্সটাইল মিল যে রকম একটা পুঁজি নিয়ে আরম্ভ হয়, এই শিল্প সেভাবে গড়ে উঠেনি। এদেশের কিছু তরুণ যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বাবা, বড় ভাই কিংবা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে দু'এক লাখ টাকা নিয়ে ৫-৭ জন মিলে ২০-২৫ লাখ টাকা জোগাড় করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাংকের সহায়তায় এ শিল্প গড়ে তুলেছে। সরকারের আন্তরিকতার কারণে এ শিল্পের অগ্রযাত্রা হয়েছে। তাই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ছাড়া এই শিল্প কখনও বেঁচে থাকতে পারে না। তিনি বলেন, যেসব কারখানাগুলো পুরোপুরি কমপ্লায়েন্ট, নিয়মিত বেতন দেয়া হয় এবং শ্রমিকদের সাথে মালিকের সুসম্পর্ক আছে সেগুলোই আক্রমন হয়েছে। শ্রমিকরা সেখানে অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। যে মেয়েটা বা যে ছেলেটা সকাল বেলা এসে মেশিনকে সালাম করে তার দৈনন্দিন জীবন আরম্ভ করে সে কখনো সেই মেশিনকে ভেঙ্গে চুরে নস্যাৎ করতে পারে না। অতএব প্রারম্ভিক অবস্থায় শ্রমিকরা এটা শুরু করেনি। এর সূত্র অন্য জায়গায়।

বিজিএমইএ পরিচালক *গোলাম ফারুক* তার কারখানায় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল উল্লেখ করে বলেন, সাম্প্রতিক ঘটনায় যদি নেতিবাচক ইমেজ সৃষ্টি হয়, যদি আজকে দেশে অর্ডার কমে যায়, দেশে যদি এই খাতের শ্রমিকরা চাকুরিচ্যুত হয়–তাহলে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ কি হতে পারে সেটা ভাবনার বিষয়। শ্রমিক কর্মচারীদের ভালো বেতন দিতে পারলে এ খাতের শিল্পোদ্যোক্তারা খুশি হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এরজন্য দু'টি পথ রয়েছে। প্রথমতঃ উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনা। দ্বিতীয়তঃ উদ্যোক্তারা যে মূল্য পাচ্ছে তা বাড়ানো। তিনি খরচ কমিয়ে আনার যেসব সুযোগ রয়েছে তা চিহ্নিত করতে আরেকটি সেমিনার আয়োজনের জন্য সিপিডিকে অনুরোধ জানান। তিনি খরচ কমিয়ে আনতে অবকাঠামো উন্নয়ন, বন্দর উন্নয়ন, নমনীয় ব্যাংক সুদের নিশ্চয়তা দিতে সরকারের কাছে আহবান জানিয়ে বলেন, 'বাঁচতে হ'লে এদেশে ক্রেতাদের কমপ্লায়েন্স নিয়ে আলোচনা করে কোন লাভ নেই। পণ্যের বিক্রয় মূল্য কত এবং মালিকরা কত তাড়াতাড়ি মালামাল সরবরাহ করতে পারবে সে ব্যাপারে কথা বলতে হবে।' সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউসের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, এটা হলে খরচ একটু কমানোর সুযোগ আছে। সোয়েটার কারখানায় পিস রেট আগেই নির্ধারণ করা সম্ভব নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, পিস প্রতি কত শ্রমঘন্টা প্রয়োজন হবে প্রথমে কিন্তু সেটা বলে নেয়া উচিত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে সোয়েটার কারখানায় প্রতিমাসে ৩০/৪০ টি আইটেম করা হয়। এরমধ্যে প্রতিদিনই দু'একটি ডিজাইন পরিবর্তন হচ্ছে। প্রতিটি ফ্লোরে যেখানে দুই হাজারের মত শ্রমিক কাজ করে সেখানে যদি প্রতিনিয়তই ডিজাইন পরিবর্তন করতে হয় তবে সেখানে প্রতিদিন তাদের সঙ্গে পিস রেট নিয়ে সমঝোতা করা বলতে গেলে অসম্ভব। এক্ষেত্রে সোয়েটার কারখানায় পিস রেট উঠে যাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন।

বিজিএমইএ পরিচালক *গোলাম সারোয়ার মিলন* বলেন, পোশাক শিল্পখাত একই সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ইস্যু। তিনি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ব্যাপারে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহবান জানিয়ে বলেন,'এটা নিয়ে কেউ রাজনীতি করবেন না।' শ্রমিকদের প্রতি সম্মান রেখে আলোচনায় সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

মালিকদেরও বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে। আজকে মালিকরা আন্তরিকভাবে এবং আইনগতভাবে শ্রমিকদের অধিকার ও ন্যায্য পাওনা দিতে চায়।

৩০ শতাংশ মহার্ঘভাতা দাবি

জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ও স্কপ নেতা *শফিকুর রহমান মজুমদার* বলেন, বেশির ভাগ কারখানা শতভাগ রপ্তানিমুখী। কেউ বলছেন তৈরি পোশাক শিল্পের রফতানি আয় ৭৬ ভাগ আর কেউ বলছেন ৮০ ভাগ। শ্রমিকরা খুব সচেতন। তারা ওই টাকার অংশীদারিত্ব মজুরি হিসেবে পেতে চায়। গত ওয়েজ বোর্ড ১২ বছর আগে হয়েছে। আইন অনুযায়ী প্রতি ২ বছর পরপর তা পুনর্মূল্যায়ন করার কথা। যদি ২০০ টাকা করে মজুরি বাড়তো তাহলে মোট ১২০০ টাকা বাড়ত। তিনি বলেন, আন্দোলন করে শ্রমিকরা খালি হাতে যেতে চাচ্ছে না। তিনি নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা এবং একইসঙ্গে তা বাস্তবায়নের মধ্যবর্তী সময়ে ৩০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দাবি করেন।

শ্রমিক নেত্রী *নাজমা আক্তার* বলেন, যখনই সমস্যা সৃষ্টি হয় তখনই সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক সময়ে কখনই কেউ কোন আলোচনা করে না। বিশ্বায়নের এই যুগে এই খাতকে কিভাবে উন্নত করা যায় সেটাই এখন বিবেচ্য। শ্রমিকরাও তাই চায়। কিন্তু শ্রমিকরা কিছু শিখতে চাইলে মালিকরা সে সুযোগ দেয় না। মালিকদের চেয়ে শ্রমিকদের ফ্যাক্টরির জন্য বেশি দরদ। শ্রমিকরা চায় না ফ্যাক্টরি নষ্ট হয়ে যাক। এখন এমএফএ ফোরামের পরে বায়ার ফোরাম হচ্ছে। তারা চুপচাপ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ভালো একটি ব্রিটিশ কোম্পানি পরবর্তীতে তার অর্ডার প্লেস করবে কিনা সে নিয়ে তারও চিন্তা আছে। বাংলাদেশ বস্ত্র ও পোশাক শিল্প শ্রমিক লীগের সভাপতি *জেড এম কামরুল আনাম* বলেন, গার্মেন্টস শ্রমিকরা এখনও সরকারের কাছে কোনো দাবি পেশ করেনি। শ্রমিকরা অপেক্ষা করছে তাদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য। ৭ তারিখের মধ্যে শ্রমিকরা বেতন পাবে সেটা অধিকার, কোন দাবি না। মালিকরা এই অধিকারের বিষয়ে নিশ্চয়তা দিচ্ছে না। এটি শ্রমিকদের একটি বড় ক্ষোভের কারণ। ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ার্কার এর সাধারণ সম্পাদক *চায়না রহমান* বলেন, আজ থেকে শ্রমিকদের দাবিনামা পূরণ করার ঘোষণা দিলে কাল থেকে আর কোন গণ্ডগোল হবে না।

গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক *রুহুল আমিন* বলেন, দাবি আদায় না হলে শ্রমিকরা ঘরে ফিরবে না। তাই অবশ্যই শ্রমিকদের বাঁচার মত ব্যবস্থা করতে হবে। কাজ করতে যেয়ে শ্রমিকদের যে ক্যালরি খরচ হচ্ছে সেই ক্যালরি পূরণ করতে যে মজুরি দরকার, তার যে পরিবেশ দরকার, বর্তমান পরিস্থিতি তার ধারে কাছেও নেই। এটি শুধু শ্রমিকদের জন্য নয়, শিল্পের জন্যও ক্ষতিকর। যদি শিল্পটাকে বাঁচাতে হয় অবশ্যই ন্যায্য দাবি মানতে হবে। শ্রম শিল্প আইন বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এবং এই সব বিষয়গুলোকে পরিস্কার করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা সকলকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক *দেলোয়ার হোসেন* বলেন, গার্মেন্টস শিল্পে বিগত ২৭ বছরে শ্রম আইন একটুকুও মানা হয়নি। পরিচয়পত্র পর্যন্ত পাচ্ছে না শ্রমিকরা। নিয়োগপত্র পাচ্ছে না। ১২ বছর আগে যখন গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৬০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল এখনও তাই রয়ে গেছে। তিনি ত্রিপক্ষীয় আলোচনার পরে মন্ত্রী পরিষদে এখনও পর্যন্ত ঘোষণা না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বিক্ষোভ নিরসনে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সরকার, মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধি এই ত্রিপক্ষীয়ভাবে এলাকায় এলাকায় গিয়ে অন্তত পক্ষে অন্তবর্তীকালীন

ভাতা সম্পর্কে শ্রমিকদের নিশ্চয়তা দেয়ার আহবান জানান। নারী উদ্যোগ কেন্দ্রের প্রতিনিধি *মাসুদা খাতুন শেফালী* ন্যূনতম মজুরির বিষয়ে সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের জানান যে, '২০০১ সালে একটি ব্যর্থ ন্যূনতম মজুরি বোর্ড হয়েছিল সেখানে অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য ১২০০ টাকা, অর্ধ দক্ষদের জন্য ১২৫০ টাকা এবং দক্ষদের জন্য ১৬০০ টাকা ছিল।

ত্রিপক্ষীয় চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী *আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী* সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি বাস্তবায়ন করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, বিজিএমইএ'কে সেল্‌ফ রেগুলেটরি বডি হিসেবে ভূমিকা নিতে হবে। তাঁর মতে কারখানাগুলোর তদারকির প্রাথমিক দায়িত্ব বিজিএমইএ'র। এরপর বিষয়টি সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিকপক্ষ মিলে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

শ্রমিকদের মজুরি কম হবার কারণ উল্লেখ করে বিএনপি'র সংসদ সদস্য *নাসের রহমান* বলেন, একটি শার্ট বানাতে ক্রেতারা ভারতকে দেবে ৭ ডলার, শ্রীলংকায় বানাতে গেলে হয়তো সাড়ে ৭ ডলার দেবে, থাইল্যান্ডে বানাতে দিলে হয়ত ৯ ডলার দেবে। কিন্তু বাংলাদেশে একটি শার্ট বানাতে গেলে দেয় ৪/৫ ডলার। একারণেই আমাদের শ্রমিকদের মজুরি কম। তিনি অন্যান্য দেশের মধ্যে একই রেটে পোশাক তৈরির জন্য বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দকে ক্রেতাদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেন। তাঁর এ বক্তব্যের সঙ্গে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করে বিজিএমইএ সভাপতি *টিপু মুন্সী* বলেন, চীন কিংবা থাইল্যান্ডের মতো একই মূল্য আমরা দাবি করতে পারিনা। ক্রেতারা বাংলাদেশের চেয়ে চীনে কমদামে কাপড় কিনতে পারেন। বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম সময়ে চীন থেকে ক্রেতারা পণ্য নিতে পারেন। বাস্তবতা হলো আমরা অনেক কম রেট দিতে পারছি বলেই ক্রেতারা আমাদের কাছে আসে।

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ' (আইসিসি-বি) - এর সভাপতি *মাহবুবুর রহমান* বলেন, তৈরি পোশাক শিল্প এখনই বন্ধ হয়ে গেলে মালিকদের তেমন কোন ক্ষতি হবে না। তবে ব্যাংকগুলো অনেক বিপদে পড়বে, ইন্সুরেন্স কোম্পানিগুলোকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এরকম হলে তখন আর ন্যূনতম মজুরির সমস্যা থাকবে না। মালিকরা ভালোভাবে চলতে পারবেন। তারমতে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের একমাত্র সুবিধা হচ্ছে এর সস্তা শ্রম। এদেশে তুলা, সুতা, প্যাকেজিংসহ সবকিছুই আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত, পাকিস্তানসহ অন্যান্যরা এসব কাঁচামাল নিজেরাই তৈরি করে থাকে। এই বাস্তবতায় বলা যায় যে সবকিছুই মালিকদের উপর নির্ভর করেনা। অতএব প্রত্যেকের দক্ষতার ভিত্তিতে কার কি প্রাপ্য তা নির্ধারণ করা উচিত। তিনি দাবি করেন যে, শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে কোন নিয়ম নেই। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে কোন একক ফোরাম নেই। তিনি আশংকা করেন এ ধরণের একটি জ্বালাও পোড়াও পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করে বিচ্ছিন্নভাবে কোন সমঝোতায় পৌঁছালে তৈরি পোশাক শিল্পে একটা নেতিবাচক সংস্কৃতি তৈরি হবে। শ্রম মন্ত্রণালয় ও মালিকদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা বাস্তবায়ন করা দরকার বলে তিনি মতামত দেন।

শ্রমিক সংগঠনগুলো এবং মালিকরা সবাই মিলে একমতে পৌঁছানোর আহবান জানিয়ে এফবিসিসিআই সভাপতি *মীর নাসির হোসেন* বলেন, আজকে মনে হচ্ছে মালিকপক্ষ কাঠগড়ায়। এই অবস্থা কাম্য নয়। সন্ত্রাসের মাধ্যমে দাবি আদায়ের পদ্ধতি খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। এই খাতকে আমরা ধরে রাখতে চাই। তিনি সরকার ও মালিকদের মধ্যকার চুক্তি বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি *এম এ মোমেন* বলেন চুক্তি বাস্তবায়ন করতে কোনো রকম দ্বিধা যেন না করা যায়। ইতোমধ্যে যে আলোচনা হযেছে এটা তড়িৎ গতিতে বাস্তবায়ন করতে হবে। এটা করতে বিজিএমইএ-কে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। এ পর্যন্ত যে বিষয়গুলোতে ঐক্যমত হয়েছে সেগুলোর অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা হোক। বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি *এ কে আজাদ* বলেন, ৯৩০ টাকা ন্যূনতম মজুরি হলেও অনেকেই ১৪শ' থেকে ১৫শ' টাকা মজুরি দিচ্ছে। আবার অন্যদিকে ন্যূনতম মজুরি কেউ কেউ দিতে পারছেননা। যারা দিতে পারছেননা তাদেরকে আইনের মধ্যে আনতে হবে। তিনি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য তদারকি সেল গঠনের পরামর্শ দেন।

পুঁঞ্জিভূত ক্ষোভ নাকি ষড়যন্ত্র!

শ্রমিক প্রতিনিধিদের অনেকেই সাম্প্রতিক অস্থিরতাকে শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের অধিকার বঞ্চিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে পুঁঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে আখ্যায়িত করেন। অপরদিকে মালিক পক্ষের কেউ কেউ ভাংচুর, লুটপাট, অগ্নিকান্ডের মত ঘটনার পেছনে পোশাক শিল্প ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের ঈঙ্গিত দেন। তবে উভয়পক্ষের সবাই মোটামুটি ভাবে একমত হন যে, শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন থাকা স্বাভাবিক তবে তা অবশ্যই কারখানার সম্পদের ক্ষতিসাধন করে নয়। বিজিএমইএ'র সাবেক সভাপতি ও বিএনপি'র সাংসদ *রেদোয়ান আহমেদ* পোশাক শিল্পের সাম্প্রতিক অস্থিরতা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের মতপার্থক্যের উদাহরণ টেনে বলেন, আওয়ামী লীগের বন্ধুদের কাছে এটা সম্মিলিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। শিল্প মালিকদের কাছে এটা একটা ষড়যন্ত্র। আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় থাকতো আর এই ধরনের ঘটনা ঘটতো এটাকে আমরা বিস্ফোরণ বলতাম। আর উনারা বলতেন এটা চক্রান্ত। যাই হোক, বিস্ফোরণ এবং চক্রান্ত সমস্ত কিছুর সমাধান করে এখন সরকার, শ্রমিক এবং মালিকদের যে সমঝোতা ইতোমধ্যে হয়েছে সেটা জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের করার ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি ও আওয়ামী লীগের সাংসদ সাংসদ *শাহজাহান খান*, কমিউনিস্ট পার্টির *সহিদুল্লাহ চৌধুরীসহ* অন্যান্য শ্রমিক নেতারা তাদের বক্তব্যে বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতির পেছনে শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও না পাওয়ার বেদনা অন্যতম কারণ বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বাস্তবতা হল দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ-বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ সাম্প্রতিক শ্রমিক আন্দোলন। গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলনে যদি কেউ বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র খুঁজে থাকেন তাহলে কেন অন্যান্য শিল্প কারখানা আক্রান্ত হল— সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন তিনি।

পোশাক শিল্প নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে উল্লেখ করে বিজিএমইএ পরিচালক ও পরবর্তী সভাপতি *এস এম ফজলুল হক* বলেন, দেশের ভিতর কিছু না কিছু রাজনীতি হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। সামনে নির্বাচনের কারণে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এ শিল্প ধ্বংসের জন্য সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত শুরু হয়েছে। জ্বালাও-পোড়াও এর পক্ষে শ্রমিক

নেতৃবৃন্দরা নেই। কিন্তু জ্বালানো হচ্ছে, পোড়ানো হচ্ছে এবং ধ্বংস করা হচ্ছে। কারা এসব করছে তা উদঘাটন না করলে সমস্যার সমাধান হবে না।

বিকেএমইএ সভাপতি *ফজলুল হক বলেন*, 'একটি বড় প্রশ্ন এসেছে, এটা অসন্তোষ না ষড়যন্ত্র। আমরা অসন্তোষও বলতে চাই, ষড়যন্ত্রও বলতে চাই। এ কারণে যে, দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য তার সূচনা বক্তব্যে বলেছেন যে, শ্রমিকরা আগুন দেয়নি। তাহলে আগুনটা দিলো কে? সেই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা এখনও কিন্তু পাইনি।' Nail Kearny, Allen Robert-সহ চার সদস্য বিশিষ্ট একটি বিদেশি প্রতিনিধি দল Trade Initiative-এর ব্যানারে গত ৩ দিন ঢাকা সফর করেছেন। তারা মালিকদের সাথে বৈঠক করে বলেছেন, 'শ্রমিক অসন্তোষ ছিল। তারপরও কোথাও যেন একটা সংগঠন ছিল, কারা এর সাথে জড়িত ছিল সেটি বের করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।'

মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার ত্রুটি

সংলাপে বাণিজ্য মন্ত্রী, শ্রম প্রতিমন্ত্রী, শ্রমিক প্রতিনিধিরা এমনকি মালিক প্রতিনিধিদের কেউ কেউ বর্তমান অস্থিরতার অন্যতম কারণ হিসেবে কারখানার মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেন। শ্রমিক প্রতিনিধিরা জানান, কারখানার মালিকদের অনুপস্থিতিতে মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তারা শ্রমিকদের সঙ্গে অসদাচরণ করে থাকেন। শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পেছনে তাদের বড় ধরণের ভূমিকা রয়েছে। তারা বলেন, মালিকরা অনেক সময় তাদের ফ্যাক্টরির মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অত্যাচারের কথা জানতে পারেন না এবং তাদের কারণে মালিকরা শ্রমিকদের প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে অনেক সময় অবহিত হন না।

ড. ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে সূচনা বক্তব্যে বলেন, মধ্যপর্যায়ের ব্যবস্থাপনার উপর মালিকদের যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বা নজরদারিত্ব না থাকার কারণে শ্রমিকরা অত্যাচারিত হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ব্যবস্থাপনাকে আরো আধুনিক করতে হবে, আরো যুক্তিসঙ্গত করতে হবে। বিকেএমইএ পরিচালক *এম এ বাসেত* বলেন, ১০ বছর আগে যে শিল্পটা ছিল একটা কুটির শিল্প আজ আমরা এটাকে গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। এসময়ের মধ্যে উৎপাদন, বিপণন ও রফতানিতে বড় ধরণের পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু ফ্যাক্টরির মধ্যম সারির ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা যায়নি এবং এ কারণে অনেক দিন পর্যন্ত শ্রমিকদের দাবি দাওয়াকে মালিকরা চিহ্নিত করতে পারেনি।

বাংলাদেশ পোশাক শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভপতি ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য *মোঃ তৌহিদুর রহমান* বলেন, শ্রমিকদেরকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। তারা কোনো বিশ্রাম পাননা। মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। যার কারণে তারা মাসের ভিতর ২/৩ দিন কাজে যোগ দিতে পারেন না। অনুপস্থিতির কারণে তাদের জরিমানা করা হয়। আর সুপারভাইজার ও ফ্লোর লাইন প্রধানদের চড় থাপ্পড় শ্রমিকদের জন্য একটা সাধারণ ঘটনা। শ্রমিকদের সাথে ভালো কোন ব্যবহার করা হয় না। শ্রমিকদের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে তিনি গার্মেন্টসের মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের জরুরি ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তির বাস্তবায়ন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারী লীগের সভাপতি *সিরাজুল ইসলাম রনি* বলেন, মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে প্রত্যেকটি ফ্যাক্টরিতে সমস্যা হচ্ছে। তিনি এক্ষেত্রে শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ নেতৃবৃন্দকে একসঙ্গে বসে শ্রমিকদের সমস্যা চিহ্নিত করার আহবান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

আওয়ামী লীগের শিল্প বিষয়ক সম্পাদক ও সংসদ সদস্য *লেঃ কর্ণেল (অবঃ) ফারুক খান* বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৩, ১৪, ১৫-তে শ্রমিক ও মালিকদের অধিকারের কথাগুলো খুব স্পষ্ট করে লেখা আছে। কিন্তু দুঃখজনক যে, আমরা অনেকেই সংবিধানটাকে পড়ি না এবং এটাকে বাস্তবায়ন করি না। আজকে যে সমস্যাটা পোশাক শিল্প নিয়ে, এটা বাংলাদেশের জন্য খুব অশুভ সংকেত। এখানে বাংলাদেশের যেমন ক্ষতি হবে, বাংলাদেশের জনগন ও অর্থনীতির ক্ষতি হবে। সেই সঙ্গে শ্রমিক ও উদ্যোক্তাদেরও ক্ষতি হবে। সুতরাং সবাইকেই সমাধানের পথটি ভাবতে হবে। বাস্তব আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে। সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথম আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। এ কথা আমাদের মাথা থেকে সরাতে হবে যে, বাংলাদেশ সস্তা শ্রমের দেশ। ৯শ' টাকা বেতন দিয়ে আজকের দিনে একটা মানুষ বসবাস করতে পারে কি না তা মানবিকভাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। গার্মেন্টসে একটা ফ্লোরে ৫শ' মেয়ে কাজ করে, সেখানে দুইটা মাত্র বাথরুম। সবকটা মেয়ের কিডনি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা বাথরুমে যাবার ভয়ে পানি খায় না।

তিনি বলেন, যে চুক্তিটি হয়েছে, এই চুক্তিটি দ্রুত এবং পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে শ্রমিকরা মনে করছে চুক্তিগুলো বাস্তবায়িত হবে না। এই জন্যে এখনো সমস্যা চলছে। চুক্তিগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন দরকার। আশা করি এই ব্যাপারে একটি সঠিক ঘোষণা শীঘ্রই আসবে। সকলের নিরাপত্তা দিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের প্রচণ্ড ব্যর্থতা হয়েছে। সরকার শ্রমিকদের নিরাপত্তা দিতে পারেনি। তিনি সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য এখনি বিদেশে প্রতিনিধিদল পাঠানোর পরামর্শ দেন। তিনি গার্মেন্টস শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি সংসদে উত্থাপন করবেন জানিয়ে আওয়ামী সরকারের আমলে এ শিল্পকে সব ধরণের সহায়তা করা হয়েছিল বলে দাবি করেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য

বিশেষ অতিথি হিসেবে শ্রম প্রতিমন্ত্রী *আমান উল্লাহ আমান* তার বক্তব্যের শুরুতে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সিপিডি-র উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনার ভিত্তিতে মালিক, শ্রমিক এবং সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নের দিকে যাবে। তিনি মালিক শ্রমিক মিলে মিশে কাজ করার আহবান জানিয়ে বলেন, সরকার সবসময় চায় মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা হোক। একই সঙ্গে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সচিবের নেতৃত্বে ২৯টি বৈঠক হলেও নতুন শ্রম আইন এখনও করা সম্ভব হয়নি। সিপিডি-র আলোচনা থেকে সবার উপলব্ধি হোক যে, মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধি নিয়ে সরকার দ্রুত একটি শ্রম আইন করতে পারবে।

তিনি জানান, বর্তমান সরকার নৌ-যান শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন স্কেল দিয়েছে। ব্যাক্তি মালিকানাধীন পরিবহন খাতে শ্রমিক-কর্মচারী কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। আদমজী বন্ধ হলেও সেখানে বড় আকারে কারখানা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী সেখানে ৩০ কোটি টাকা দিয়েছেন। আদমজীর বেকার শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের

প্রয়োজন হলে প্রশিক্ষণ চলা অবস্থায় তারা মাসে দেড় হাজার টাকা পাবেন এবং এককালীন ঋণ পাবেন ৭৫ হাজার টাকা। সরকার মজুরি কমিশন গঠন করেছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। সর্বশেষ জাতীয় সর্বনিম্ন মজুরি যতদ্রুত সম্ভব করা হবে।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী শ্রীলংকার গার্মেন্টস শিল্পের পতনের উদাহরণ টেনে বলেন, বাংলাদেশ এ খাতে ৭৬ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে—এটা হয়তো অনেকেই চায়না। অতএব শ্রমিক–মালিক ঐক্যবদ্ধভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। তাদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। দাবি থাকবে এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানও হবে। সমস্যা সমাধানে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। শ্রম প্রতিমন্ত্রী ইপিজেডে তার সরেজমিনে পরিদর্শনের বর্ণনা করেন। তিনি জানান, একটি মিলে শ্রমিক অসন্তোষের খবর পেয়ে বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিনি এং মালিক-শ্রমিক নেতারা সেখানে যান। মালিক ও শ্রমিক নেতারা, তিনি এবং বাণিজ্যমন্ত্রীসহ সবাই বক্তব্য রাখলেন। কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ হাজার শ্রমিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিছু কিছু শ্রমিকরা মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়ী করলেন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া হলো। তবে দু'একটি ইলেকট্রনিক মিডিয়া খবর প্রকাশ করলো যে, মন্ত্রীদের অবরোধ করা হয়েছে, ঢিল ও কাঁদা ছোড়া হয়েছে, এমনকি হামলাও করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি মিডিয়ার ভূমিকার সমালোচনা করেন এবং ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণের জন্য সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতি আহবান জানান।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে আরও জানান, শ্রমিকরা মিটিংয়ে বলেছে তারা নিজের কারখানা আগুন দিতে পারেনা। তবে এই আগুন কারা দিল এবং কাদের ঈঙ্গিতে দিল তা চিহ্নিত করতে হবে। এটা চিহ্নিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি করে দিয়েছেন। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ওই কমিটির প্রধান। কমিটি তাদের তদন্ত করছে। তদন্তে কারা জড়িত তা বের হয়ে এলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এরপর শ্রম প্রতিমন্ত্রী শ্রম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাংসদ শ্রমিক নেতা শাহাজাহান খানের বক্তব্যের জের ধরে বলেন, স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা করে একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঐ কমিটি বিভিন্ন ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেছেন। কমিটির রিপোর্টে যেসব সমস্যা বেরিয়ে আসবে তা সমাধান করা হবে। ইতিমধ্যে কয়েকটি ফ্যাক্টরি কালো তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। মালিক ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থ রক্ষা হোক সরকার সেটা চায়। সেই স্বার্থ রক্ষার জন্য ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি গাজীপুর, টঙ্গী, সাভার ও আশুলিয়ার বিভিন্ন গার্মেন্টসে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তাদেরকে ইতিমধ্যে মুক্তি দেয়া হয়েছে। আন্দোলনকারী বা কোন শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করা হবেনা।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে অবিলম্বে সকল কারখানা চালু করা হবে। ইতিমধ্যে ইপিজেডের বাইরের ফ্যাক্টরিগুলো চালু করা হয়েছে এবং ফ্যাক্টরিগুলোতে কাজ চলছে। সকল শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র দেয়া হবে। সকল ফ্যাক্টরিতে ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে। এ ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী সাপ্তাহিক ছুটি একদিন দেয়া হবে। ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করলে শ্রম আইন অনুযায়ী ওভারটাইম দেয়া হবে। মাতৃত্বকালীন ছুটি দেয়া হবে। ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

বাণিজ্য মন্ত্রী *মেজর (অব) হাফিজ উদ্দিন* তার বক্তব্যের শুরুতে বলেন, 'সাম্প্রতিক কালে অস্থিরতা সবার মধ্যে। শ্রমিকের মধ্যে তো বটেই। মালিকের মধ্যেও অস্থিরতা। এর মধ্যে একমাত্র শান্ত আছে সরকার। তিনি ইপিজেডে শ্রমিক অসন্তোষের সময়ে তার সরেজমিনে উপস্থিতির উদাহরণ টেনে জানান, সেদিন তিনি, শ্রমপ্রতিমন্ত্রী, মালিক এবং স্কপ নেতৃবৃন্দ সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে সবাই খুব মান্যগণ্য করবে এবং চিনবে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। তাদেরকে কেউ চেনে না। এক ফ্যাক্টরিতে খুব বিক্ষোভ দেখে তিনি, আমান উল্লাহ আমান ও স্কপ নেতা ড. ওয়াজেদুল ইসলাম খান শ্রমিকদের সাথে কথা বলে তাদেরকে কিছুটা শান্ত করেন। তারা ভাবলেন যে বিষয়টা মীমাংসা করা যাবে। কিন্তু হঠাৎ বাইরে থেকে আরেক দল এসে 'মানি না, মানি না' শ্লোগান দিতে লাগল। প্রথমে যাদেরকে বোঝানো হয়েছিল তারা দুই মিনিটেই উল্টে গেল। ফলে সব ভন্ডুল হয়ে গেল। বিক্ষোভের সময় একটি মেয়ে বলছে যে, 'পেনশন চাই'। বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা একজন ওই মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পেনশন কি?' মেয়েটি তার উত্তর দিতে পারলনা। আবার অন্য একজন বলছে যে, '৭ তারিখের মধ্যে বেতন চাই।' অথচ ইপিজেডে ৫ তারিখের মধ্যেই বেতন দেয়া হয়। ৫ তারিখের মধ্যে বেতন পাওয়া সত্ত্বেও সে কেন ৭ তারিখের সময় সীমা বেধে দেয়ার দাবি জানাচ্ছে জিজ্ঞেস করা হলে সে কোন উত্তর দিতে পারেনি। বাণিজ্য মন্ত্রী ইপিজেডে তার সঙ্গে যেসব স্কপ নেতারা গিয়েছিলেন তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, স্কপ নেতৃবৃন্দ ওই দিন শ্রমিকদেরকে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে কিছু তরুণ নেতা খুব উত্তপ্ত ছিলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন নেই সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন দিতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন না দিলে মালিকরা এই শিল্প চালাতে পারবে না। এতে যদি লোকসান হয়ে শিল্প উঠে যায়, উঠে যাবে। কিন্তু শ্রমিককে তার কথা বলার অধিকার দিতে হবে। শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক থাকতে হবে। তাদেরকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে কিছু হবেনা। সরকার শুধু কালক্ষেপন করবে। সরকারের মেয়াদ আছে আর মাত্র ৪ মাস। তার ভাষায়,'এই গন্ডগোল যদি ২০০১ সালে হতো তাহলে আমরা অন্যরকম সমাধান করতাম। এখন সামনে নির্বাচন, এতএব শ্রমিকদের উত্তপ্ত করা যাবে না।'

তিনি বলেন, কিছু কিছু বিষয় আমাদের সবাইকে মানতে হবে। রপ্তানি আয় শুধু মালিকদের আয় না, এটি ১৪ কোটি লোকের আয়। এটি দিয়ে দেশের অন্যান্য খাতে শিল্পায়ন হচ্ছে। দেশের প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। আজকে বিদেশ থেকে শ্রমিকরা যে টাকা পাঠায় এবং গার্মেন্টসের যে টাকা আসে, হিমায়িত খাদ্য থেকে যে টাকা আসে-তাই দিয়েই তো বাংলাদেশ চলে। আমাদের যা কিছু উন্নয়ন এই তিনটির উপরে। সুতরাং টাকা যে মালিকরা পকেটস্থ করছে তা নয়, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হচ্ছে। ১৪ কোটি মানুষের স্বার্থ এর সাথে জড়িত। খালি মালিক-শ্রমিক দুই-তিন শ' বা দুই-তিন হাজার বা ২০ লাখ লোকেরও ব্যাপার না। সেই আঙ্গিক থেকেই বিষয়টি দেখতে হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, তিনি ইপিজেডে কোরিয়ান বিনিয়োগকারী কি ইয়াং শং এর সঙ্গে টেলিকনফারেন্সে কথা বলেছেন। কোরিয়ান ওই বিনিয়োগকারীর মতে ইপিজেডে যারা গোলমাল করছে তাদের ৯০ শতাংশই বহিরাগত। তবে সরেজমিনে যেয়ে বাণিজ্যমন্ত্রীর অভিজ্ঞতা হলো সেখানে ১০ শতাংশ বহিরাগত এবং ৯০ শতাংশ ইপিজেডের ভিতরের লোক। সুতরাং এটাতে শ্রমিকদের বড় ধরণের অংশগ্রহণ রয়েছে। শ্রমিকরা চায় যে এই শিল্প থাকুক বা

না থাকুক তাদের বেতন-ভাতা বাড়ুক। আবার মালিকরাও তাদের লাভ চায়। লোকসান দিয়ে তো সে ব্যবসা করতে পারবে না। সুতরাং দু'পক্ষেরই যাতে স্বার্থ রক্ষা হয় সেরকম একটি জায়গায় সমঝোতা হতে হবে এবং সেটা সম্ভব। সারা পৃথিবীতেই মালিক-শ্রমিকের অস্থিরতা আছে। শান্তভাবে আলাপ-আলোচনা করে এটা মেটানো হবে। আগুন লাগানো কোন সমাধান নয়। তিনি পাট মন্ত্রী এবং জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের অসাধুতার বিষয়ে তার অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উদাহরণ টেনে বলেন, তাদের মধ্যে কিছু ত্যাগী নেতাও রয়েছে। কিছু কর্মকর্তা ও শ্রমিক নেতার অবিমৃশ্যকারীতার কারণে পাটশিল্প কিভাবে ধ্বংস হয়েছে তা দেখার সুযোগ তার হয়েছে। আগেকার এই তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি তৈরি পোশাক শিল্প যাতে কোন কারণে ধ্বংস না হয় তার জন্য সবাইকে সতর্ক করে দেন। তার মতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে সমস্যায় ফেলতে আন্তর্জাতিক লবিং কাজ করছে কারণ বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হলে আমাদের প্রতিযোগীদের সুবিধা হবে।

সবশেষে সমাধানের বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, মালিক-শ্রমিকের সুসম্পর্ক স্থাপন এবং শান্তিপূর্ণ দর কষাকষির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। ইতোমধ্যে শ্রমমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় যেসব চুক্তি হয়েছে তার বাস্তবায়নই হলো সমাধান। তিনি বলেন, গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের বেতন খুবই কম। এই বেতন বাড়াতে হবে। এটি মালিকদেরকে উপলব্ধি করতে হবে। অনেক মালিক বাড়াতে রাজিও আছে। যে পারবে না তাকে ব্যবসা বন্ধ করে চলে যেতে হবে। তবে ইপিজেডে যে অস্থিরতা তা বেতন-ভাতার আন্দোলন নয়। ইপিজেডে মধ্যম শ্রেণীর কিছু কর্মকর্তা খারাপ ব্যবহার করে। ইপিজেডে চমৎকার আইন রয়েছে। সেখানে সরাসরি নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধি রয়েছে। মালিক তাকে চাইলেই বদলি করতে পারে না। নিজের ফ্যাক্টরিতে এক সেকশনে থেকে আরেক সেকশনে দিতে পারে না। তিনি বেপজা আইন বাংলায় অনুবাদ করার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আইনটি বাংলায় থাকলে শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবে। সেক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা হবে, মালিকেরও স্বার্থরক্ষা হবে। ইপিজেডের বাইরের ফ্যাক্টরিগুলোতে মালিক-শ্রমিক উভয়কেই অত্যন্ত আন্তরিক হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে অস্থিরতা দূর করে সত্যিকার অর্থে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এই সমঝোতা হতে পারে। ইতোমধ্যে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করি উদ্যোগ বাস্তবায়ন হবে। বিকল্প সিঁড়ি না থাকায় গার্মেন্ক্ষস কারখানায় অগ্নিকান্ডের ঘটনার তিনি নিন্দা জানান এবং এ ধরণের পরিস্থিতি যাতে আর না ঘটে তার জন্য কারখানার কমপ্লায়েন্স পরিস্থিতি আরও উন্নত করতে মালিকদের প্রতি আহবান জানান তিনি ।

সমাপনী বক্তব্য

সংলাপের সভাপতি *সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী* অনুষ্ঠান শেষ করার জন্য ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে আহবান জানান। ড. *দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য* তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, তৈরি পোশাক খাতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করতে সিপিডি একটি প্লাটফর্ম তৈরি করতে চেয়েছিল। আজকে খুব সফলভাবে তা হয়েছে। মজুরি কমিশন যেটা করবে তার জন্য যদি কোন কারিগরি সহায়তা দিতে হয় সিপিডি-র পক্ষ থেকে মজুরি কমিশনকে স্বপ্রনোদিতভাবে, স্বেচ্ছায়, বিনা পয়সায় সেটা দেয়া হবে। সবশেষে তিনি সংলাপে অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

(বর্ণানুক্রম অনুসারে)

জনাব আখতারুজ্জামান	সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মিজ নাজমা আখতার	সাধারণ সম্পাদক, আওয়াজ ফাউন্ডেশন
জনাব এ কে আজাদ	সভাপতি, বিসিআইসি
জনাব জেড এম কামরুল আনাম	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস ওয়াকার্স লীগ
জনাব আমান উল্লাহ আমান, এমপি	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
জনাব রুহুল আমিন	সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
জনাব আমিরুল হক আমিন	সাধারণ সম্পাদক, ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
জনাব এস এম শাহ আলম	পরিচালক, রুরাল ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ
জনাব সুলতান আহমেদ	সহকারী নির্বাহী পরিচালক, বিল্‌স
জনাব হাফিজউদ্দিন আহমেদ, বিবি, এমপি	মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
জনাব রেদওয়ান আহমেদ, এমপি	চেয়ারম্যান ও সদস্য পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
জনাব জালাল উদ্দিন আহমেদ	পরিচালক, বিজিএমইএ ও পরিচালক, হক ওয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ
জনাব কুতুবুদ্দীন আহমেদ	সাবেক সভাপতি, এমসিসিআই ও চেয়ারম্যান, এনভয় গ্রুপ
ড. বাহাউদ্দীন মোহাম্মদ ইউসুফ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আয়মন টেক্সটাইল ও হোসিয়ারি লিঃ
জনাব সাইফুল ইসলাম	সাবেক সভাপতি, ডিসিসিআই ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কনকর্ড গার্মেন্টস
জনাব হুমায়ূন কবির	পাবলিক রিলেশন অফিসার, শ্রম মন্ত্রণালয়
মিজ কামরুন্নেসা	এসোসিয়েট প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র
জনাব এ এস এম কাশেম	সহ-সভাপতি, আইসিসি-বাংলাদেশ চেয়ারম্যান, দ্য নিউ এজ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ
জনাব শাহজাহান খান, এমপি	
ড. ওয়াজেদুল ইসলাম খান	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
জনাব আব্দুস সালাম খান	সাবেক সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ ও সদস্য, অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল - বিল্‌স
ড. ওমর ফারুক খান	সিনিয়র ডেভেলপমেন্ট অ্যাডভাইজার, সিডা কানাডিয়ান হাই কমিশন
ড. শায়লা খান	প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, ইউএনডিপি
জনাব রাফেজ আলম চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এভিন্‌স একসেসরিজ লিঃ
জনাব আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, এমপি	সদস্য, পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী
মিজ রেখা চৌধুরী	আন্দোলন সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
জনাব শহিদুল্লাহ চৌধুরী	প্রেসিডিয়াম মেম্বার, কমিউনিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশ
জনাব কায়সার এ চৌধুরী	প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ
ব্যারিস্টার জেনিফা কে জব্বার	কমপ্লায়েনস্ কনসালটেন্ট, বিজিএমইএ
রিফুল জান্নাত	প্রকল্প সমন্বয়ক, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র
ড. ফস্টিনা পেরেরা	অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও পরিচালক (অ্যাডভোকেসি ও রিসার্চ), আইন ও সালিশ কেন্দ্র
জনাব এম গোলাম ফারুক	সহ-সভাপতি, বিজিএমইএ ও

	চেয়ারম্যান, এসকিউ সোয়েটার লিঃ
জনাব জেড আই ফারুক	পরামর্শক, এ্যাডামস্মিথ
জনাব মইনুদ্দিন খান বাদল	কার্যকরী সভাপতি, জাসদ
জনাব এম এ বাসেত	পরিচালক, বিকেএমইএ
ড. মালেকা বেগম	জেন্ডার স্পেশালিস্ট ও রিসার্চার, ওমেন্স রাইট্স মুভমেন্ট
জনাব মোঃ শওকত আলী ভূঁইয়া	পরিচালক, বিজিএমইএ ও
	চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্যাপিটাল ফ্যাশনস্ লিঃ
জনাব মুজিবুর রহমান ভূঁঞা	সহ-সভাপতি, বিল্স
জনাব মোঃ লুৎফর রহমান মতিন	পরিচালক, বিজিএমইএ
জনাব মোঃ মনির উদ্দিন	যুগ্ম সচিব, ফেডারেশন অফ গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স
জনাব গোলাম সরওয়ার মিলন	সাবেক মন্ত্রী ও এমপি এবং চেয়ারম্যান, দেশ-লংকা গ্রুপ
জনাব এম এ মোমেন	সভাপতি, ডিসিসিআই ও
	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টোকা ইন্‌ক বাংলাদেশ লিঃ
জনাব মোঃ মাহাবুব মোর্শেদ	পরিচালক, ভলান্টারি হেলথ সার্ভিসেস সোসাইটি
জনাব সিরাজুল ইসলাম রনি	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ
জনাব নাসের রহমান, এমপি	
জনাব জাহিদুল হক	মাননীয় শ্রম ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রীর পার্সোনাল অফিসার
জনাব ফজলুল হক	সভাপতি, বিকেএমইএ
জনাব এস এম ফজলুল হক	পরিচালক, বিজিএমইএ এবং চেয়ারম্যান, উইনওয়ার লিঃ
জনাব আনিসুল হক	সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ ও চেয়ারম্যান, মোহাম্মদী গ্রুপ
জনাব এনামুল হক	প্রোগ্রাম অফিসার, ফ্রেন্ডশিপ
জনাব জাকির হোসেন	ব্যবসায়ি
জনাব মীর নাসির হোসেন	সভাপতি, এফবিসিসিআই ও
	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মীর সিরামিক্স লিঃ
জনাব মোঃ মেহেদী হোসেন	সচিব, আদর্শ নারী কল্যাণ সংঘ
ড. হামিদা হোসেন	সাবেক পরিচালক, আইন ও শালিস কেন্দ্র
জনাব এম দেলওয়ার হোসেন	সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
মিজ চায়না রহমান	সাধারণ সম্পাদক, ফেডারেশন অফ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স
জনাব তৌহিদুর রহমান	সভাপতি, বাংলাদেশ এ্যাপারেল্স ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
জনাব মোঃ জামানুর রহমান	মাননীয় শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রীর ব্যাক্তিগত সহকারী
	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ বাবলু রহমান	সোশ্যাল কমপ্লায়নস অডিটর, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র
জনাব মাহবুবুর রহমান	সভাপতি, আইসিসি-বাংলাদেশ
	চেয়ারম্যান ও সিইও, ইটিবিএল হোল্ডিংস লিঃ
জনাব মোঃ শাহীন	স্বত্বাধিকারী, সুগন্ধা টেলিকম
মিজ মাসুদা খাতুন শেফালী	নির্বাহী পরিচালক, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র
জনাব সালাউদ্দিন স্বপন	সভাপতি, জাতীয়তাবাদী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
জনাব এস সাজু	নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন
জনাব তৌহিদ সামাদ	চেয়ারম্যান, সাভার টেক্সটাইল লিঃ

সাংবাদিকের তালিকা

(বর্ণানুক্রম অনুসারে)

জনাব দিদারুল আজম	রিপোর্টার, দৈনিক ইত্তেফাক
জনাব সজল আলোমিক	রিপোর্টার, যুবশক্তি
জনাব মঞ্জুর আহমেদ	সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক প্রথম আলো
জনাব তৈয়ব আহমেদ	স্টাফ করেসপনডেন্ট, বাংলাদেশ টুডে
জনাব কামালউদ্দিন আহমেদ	স্টাফ রিপোর্টার, বিএসএস
জনাব মীরাজ আহমেদ	স্টাফ রিপোর্টার, এনটিভি
জনাব নাসের আহমেদ	স্টাফ রিপোর্টার, বাংলাদেশ অবজারভার
জনাব এস এম ইমরান	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক প্রভাত
জনাব রেজাউল ইসলাম	ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার, মানবজমিন
জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	স্টাফ করেসপনডেন্ট, বাংলা ভিশন
জনাব এস এম রাশিদুল ইসলাম	রিপোর্টার, বিএসএস
জনাব জাহাঙ্গীর কাজল	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক আমার দেশ
জনাব মালিনা চাকমা	রিপোর্টার, দৈনিক করোতোয়া
জনাব মোঃ জসিম উদ্দীন	রিপোর্টার, নিউজ নেটওয়ার্ক অফ বাংলাদেশ
জনাব এইচ এম দেলওয়ার	সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ নেটওয়ার্ক অফ বাংলাদেশ
জনাব রিজভী নেওয়াজ	রিপোর্টার, চ্যানেল আই
জনাব সালাউদ্দীন বাবলু	সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক ইনকিলাব
জনাব শামসুল হক বাসুনিয়া	চিফ রিপোর্টার, দৈনিক দেশবাংলা
মিজ আঙ্গুর নাহার মন্টি	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ভোরের কাগজ
জনাব ইলিয়াস মাহমুদ	ফটো সাংবাদিক, দৈনিক দেশবাংলা
মিজ নাজনিন মুন্নি	রিপোর্টার, দৈনিক সংবাদ
জনাব রেফায়েত উল্লাহ্ মৃধা	রিপোর্টার, দ্য ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস
জনাব রেজাউর রহমান	রিপোর্টার, সমাচার
জনাব রাহুল রাহা	সিনিয়র রিপোর্টার, এটিএন বাংলা
জনাব শাহাদাৎ হোসেন রিয়াদ	রিপোর্টার, ইউএনবি
মিজ কাজী রুনা	রিপোর্টার, এসটিভিইউএস
জনাব মোঃ শামীম	স্টাফ রিপোর্টার, চ্যানেল এস
জনাব মোঃ সানাউল হক	ফটো জার্নালিস্ট, দ্য নিউ এজ
জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হক	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক আজকের কাগজ
জনাব হামিদুল হক	স্টাফ রিপোর্টার, আরটিভি
জনাব মামুন হোসেন	রিপোর্টার, দৈনিক যুগান্তর
জনাব রফিক হাসান	সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দ্য ডেইলি স্টার
জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী হামিদ	স্টাফ রিপোর্টার, আজকের পদ্মা